ফিল্ম কর্পোরেশনের

দ্বিতীয় বাংলা ছবি

ফিল্ম কর্পোরেশন

অব্ ইণ্ডিয়ার

নূতনতম চিত্রনিবেদন

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত

আধুনিক রঙ্গালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা

জনপ্রিয় নাটক অবলম্বনে

গৃহীত

পরিচালক

স্মুশীল মজুমদার

তটিনীর বিচার

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

গ্রাম : রূপবাণী : ফোন : বি, বি, ১১৩ :: ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

সংগঠনকারীগণ

প্রধান-যন্ত্রী ▬ ▬ ▬ ▬ শ্রীমধু শীল
সঙ্গীত-রচনা ▬ ▬ ▬ শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
সঙ্গীত-পরিচালক ▬ শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দ্দেশ ▬ ▬ ▬ শ্রীঅর্জ্জুন রায়
শিল্প-পরিচালক ▬ মিঃ বি, এন, মজুমদার
দৃশ্যসজ্জা ▬ ▬ ▬ ▬ শ্রীগোপী সেন
রাসায়নিক ▬ ▬ আর, সি, তলোয়ার
চিত্র-সম্পাদক ▬ ▬ ▬ সৌকত হোসেন
▬ ▬ ▬ ▬ শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রযোজনা-কর্ম্মাধ্যক্ষ ▬ এস, এ, রহমন
ক্লে-মডেলার ▬ ▬ শ্রীগোবিন্দলাল ঘোষ

কাহিনী : শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
পরিচালক : শ্রীসুশীল মজুমদার
আলোক-চিত্রী : শ্রীঅজিত সেনগুপ্ত
শব্দ-যন্ত্রী : শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায়

▪ সহকারীগণ ▪

পরিচালনায় :
মণি ঘোষ
হেরম্ব চক্রবর্ত্তী
এস, কে, ওঝা
শব্দ-গ্রহণে :
শচীন চক্রবর্ত্তী
এস, কে, ব্যানার্জ্জী
সত্যেন চ্যাটার্জ্জী
আলোকচিত্র-গ্রহণে :
নির্ম্মলজ্যোতি ঘোষ
রমেন পাল
অমর দত্ত
সঙ্গীত পরিচালনায় :
শচীন দেববর্ম্মণ

● চরিত্র
● পরিচয়

পুরুষ-চরিত্রে

ডাঃ ভোস : : : : : : অহীন্দ্র চৌধুরী
বসন্ত : : : : : : সুধীর মুখোপাধ্যায়
সমর : : : : : : নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
শৈলেশ : : : : অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়
প্রোসিকিউসন-কাউন্সিল : সন্তোষ সিংহ
ডিফেন্স-কাউন্সিল : : : : : ভানু রায়
রতন : কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এমেচার)
জজ : ভোলা মুখোপাধ্যায় (এমেচার)
প্রভাত : : : : : : : জীবেন বোস
হরিশ : : : : : : : : সুধীর মিত্র
ধীরেন : : : : : : : ধীরেন ঘোষ
দেবেন : : : : : : : পূর্ণ চৌধুরী
পরেশ : : : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়

এবং

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, লাকী, দ্বিজেন
গাঙ্গুলী, কালী ঘোষ প্রভৃতি ॥

স্ত্রী-চরিত্রে

তটিনী : : : রাণীবালা
ললিতা : মিসেস্ ইন্দিরা রায়
কৃষ্ণভামিনী : : রাজলক্ষ্মী
হরমোহিনী (বসন্তের মা)
... ... সুহাসিনী
নলিনী : : রমলা দেবী
কলিকা : মিসেস রমা বোস

ও

মণিকা দেশাই, মিস্ হেলেন,
মিস্ রামদুলারী, মিস্ মঞ্জু দেবী,
মিসেস্ মুক্তি রায়, মহামায়া,
মিস্ শান্তা প্রভৃতি ॥

কাহিনী

বর্ষাঘন এক রাত্রে জনৈক গৃহস্থের বাড়ীর সম্মুখে একটি ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী এসে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে একটি লোক নেমে দরজার কড়া নাড়তে, বাড়ীর কর্ত্তা ও গৃহিণী দুয়ার খুলে অসময়ের এই আগন্তুকের সন্ধান নিতে এলেন।

এতক্ষণে গাড়ীর সত্যকার ভাড়াটেকে আমরা দেখতে পেলাম। রোগশীর্ণা একটি আরোহিণী। কোলে এক বছরের একটি শিশু। রোগে ক্লিষ্টা, পথশ্রান্তিতে দুর্ব্বল সেই মেয়েটি কোন রকমে গাড়ী থেকে নেমে দুয়ার অবধি পৌছে বাড়ীর গৃহিণীর দিকে চেয়ে সকাতরে ডাকল, দিদি!—তারপর আর কিছু বলবার অবসর তখন তার হ'ল না। হঠাৎ সম্বিৎ হারিয়ে পড়ে যাওয়ার পূর্ব্বেই মেয়েটিকে কর্ত্তা ও গৃহিণী ধরে ফেললেন।

গৃহিণী এতক্ষণে যেন তাঁর আপন বোনকে চিনতে পারলেন। সত্যি চেনবার উপায় ছিল না, এমন চেহারা হয়েছে তাঁর বোনের। দুঃখে দারিদ্র্যে, লাঞ্ছনায় ও অন্তরের হাহাকারে বেচারীর অন্তিম মুহূর্ত্ত যেন অত্যন্ত নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে।

মেয়েটির আয়ু সত্যই নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। কিন্তু মরবার পূর্ব্বে সে তার দিদির কাছে নিজের জীবনের সকরুণ ইতিহাস বলে গেল আর দিয়ে গেল এক বছরের সেই শিশুটিকে লালন-পালন করে তোলবার সম্পূর্ণ দায়ীত্ব। স্বামী তার ফেরারী আসামী। অভাব অনটন তুচ্ছ করে, রোগের দুরন্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করেও

অভাগিনী এতদিন স্বামীর ফিরে আসার পথ চেয়ে ছিল। কিন্তু ফিরে যে আজও এলনা তার জন্য আরও অপেক্ষা করতে গেলে এই শিশুটিকে তার ভবিষ্যৎ আশ্রয়ের সন্ধান কে দেবে! সুতরাং মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে নিজের মেয়েটিকে দিদির কাছে সঁপে দিয়ে স্বস্তিতে সে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল।

নিঃসন্তানা কৃষ্ণাভামিনী সেইদিন হ'তে মৃতা বোনের মেয়েকে মায়ের মত যত্নে, স্নেহে ও আদরে পালন করতে লাগলেন। এই মেয়েটিই আমাদের কাহিনীর নায়িকা, তটিনী।

এই চিত্রকাহিনীর নায়িকা তটিনীর সঙ্গে পুনরায় যখন আমাদের সাক্ষাৎ হ'ল তখন সে প্রস্ফুটিতযৌবনা একটি তরুণী। ষ্টীমার-পার্টির উৎসব কলরবের মাঝখানে তার সঙ্গে সত্যকার পরিচয় ঘটে। তরুণ-তরুণীর অবাধ ঘনিষ্ঠতার সেই সঙ্গীত-নৃত্য-কল-কাকলী মুখরিত রূপ, রঙ ফ্যাসনের সমারোহের মাঝখানেও সেই অনণ্যা মেয়েটি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমনি সেই মেয়ে তটিনী, যার চোখের দিকে চাইলে তরুণের দৃষ্টিতে পৃথিবী রঙীন হয়ে ওঠে, তরুণীরা যার প্রাণশক্তিতে উচ্ছল জীবনের দুরন্ত গতিকে অনুসরণ অরে আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করে। লাস্যে ও লীলায়, হাসি আর কটাক্ষে, ফ্যাশ্সি ও ফ্যাসনে তটিনীর লঘুছন্দ জীবনের ওপর ছায়া পড়েছিল উগ্র আধুনিকতার। যার ফলে, তার মন হয়ে উঠেছিল নিতান্ত চপল, বিলাস পৌঁচেছিল অভ্যাসে, আর ভবিষ্যতের ভাবনা তার অবসর-চিন্তার কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াতেও ভরসা পায় নি। বয়-ফ্রেণ্ডদের নিয়ে অনেক রাত্রি অবধি সে বিলিতী হোটেলের টেবিলে আসর জমিয়ে তোলে। তবু প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ঝলমল এই তরুণীটির মধ্যে কোথায় এমন একটি স্বাতন্ত্র্য ছিল, যার দীপ্তি তাকে রহস্যময়ী করে তুলেছিল।

ষ্টীমার পার্টির উৎসবের মাঝখানে তটিনীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল বসন্তের। সেই পরিচয়ের পথ ধরে এসে অতনু দুটি হৃদয়ে অনুরাগের আবীর দিল ছড়িয়ে। এবং তারপর হ'তেই তটিনী আর বসন্তকে একত্রে প্রায়ই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে দেখা যেত।

কিন্তু তটিনী ও বসন্তের মিলন সম্ভাবনায় একজনের স্বার্থে অত্যন্ত রূঢ় আঘাত লেগেছিল এবং আর একটি নারীর হৃদয় ঈর্ষায় হচ্ছিল দগ্ধ। সমরের জীবনে লক্ষ্য ছিল উচ্ছলযৌবনা তটিনী আর তার ঐশ্বর্য্য—রাজকন্যার সঙ্গে রাজত্ব। আর একদিকে স্কুলের মাষ্টারণী ললিতা বসন্তের মত স্মার্ট, ধনী ও সুদর্শন স্বামীসৌভাগ্যে নিজের জীবন ধন্য করতে চেয়েছিল। একজনের আশা ছিল তটিনী। আর একজনের ভরসা ছিল বসন্ত।

'নারী প্রগতি সঙ্ঘ' নাম দিয়ে সমর যে দলটি গড়ে তুলেছিল, তা'তে সভ্যের অভাব ছিল না, কিন্তু সভ্যা ছিল মাত্র একটি, সে হ'ল তটিনী। নারী-প্রগতির দিকে সত্যকার কিছু সহায়তা করার চেয়ে একটি মাত্র সভ্যা তটিনীর জীবন-যাপন পদ্ধতি

সম্বন্ধে সমালোচনা করাই ছিল সঙ্ঘের উদ্যোক্তা সমরের একমাত্র উদ্দেশ্য। বসন্তের প্রতি তটিনীর এই আকর্ষণ সমরকে বিশেষভাবে আশঙ্কিত করে তুলল। তটিনীকে ডেকে এনে সমর কৈফিয়ৎ চাইল। সমর ভয় দেখাল যে সঙ্ঘের সভ্যা হয়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমনি যার-তার-সঙ্গে মেলামেশা করলে শাস্তিস্বরূপ তারা তার জীবন দুর্ব্বহ করে তুলবে। তটিনী কিন্তু তাদের এই আস্ফালনকে উপেক্ষা করে চলে গেল। সে বললে, নারী-প্রগতির কাজে নারীরা যখন এগিয়ে আসবে তখনই নারীদের কল্যাণ সাধিত হবে তার আগে নয়।

সঙ্ঘের আর একটি বিশিষ্ট সভ্য শৈলেশ, তটিনীর এই মতে সায় দিয়ে সঙ্ঘ থেকে বিদায় নিল। সমরের সকল আক্রোশ গিয়ে পড়ল বসন্তের ওপর; কারণ বসন্তই তো অকস্মাৎ এসে তটিনীর মন আর বহুমুখী দৃষ্টিকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। বসন্তকে কিছু কড়া রকমের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে সমর তার সবচেয়ে প্রিয় অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল মধ্যরাত্রের জনবিরল একটি রাস্তার ধারে। নিজেদের পরিচয় গোপন করবার জন্যে কালো মুখোস তারা প'রে এসেছিল।

হোটেল হ'তে অনেক রাত্রে তটিনীকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে বসন্ত যখন তার মোটরে বাড়ীর পথ ধরে ছুটে চলেছে তখন অকস্মাৎ সম্মুখে 'ROAD CLOSED'-এর বৃহৎ একটি ফলক রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে সজোরে ব্রেক কষে গাড়ী হ'তে নেমে এল। রাস্তা বেশ ভাল অবস্থাতেই আছে, সুতরাং রাস্তা থেকে এই বাধাটি সরিয়ে দিয়ে মোটর নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল বসন্তের কিন্তু তার পূর্ব্বে অকস্মাৎ সমর ও তার অনুচর তাকে আক্রমণ করল। বসন্ত দুর্ব্বল ছিল না। সমর ও তার অনুচরকে আহত করে মোটরে উঠে চলে যেতে তার খুব বেশী সময় লাগেনি।

বসন্ত চলে যাওয়ার পর ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত ব্যথাকাতর দেহ নিয়ে সমর ও তার অনুচর সন্নিকটবর্ত্তী একটি ডাক্তারখানায় গিয়ে প্রবেশ করল। ডাক্তারখানাটির বাইরে যে কাঠের সাইনবোর্ডটি আঁটা ছিল তা'তে লেখা ছিল—ডাঃ ভোসের ক্লিনিক্। ডাক্তারখানায় ঢুকে তারা প্রথমে কোন জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ পায় নি। কিন্তু হঠাৎ তারা একটি ছায়া দেখে চমকে উঠল। দুই ঘরের মাঝখানের দরজার কাচের ওপর দীর্ঘদেহ একটি মানুষের ছায়া একটি অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের ছায়ার সামনে ঈষৎ নত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরে ছায়া গেল মিলিয়ে, দরজা খুলে যে ব্যক্তিটি বাহিরে এলেন তিনিই ডাঃ ভোস্। তারপর সমর আর তার অনুচরের রক্তাক্ত আহত ভীত-মূর্ত্তি

তাঁর নজরে পড়ল। তিনি আরও দেখলেন কালো মুখোস তাদের গলার কাছে ঝুলছে।

রাত্রি তখন দেড়টা। ডাক্তার ভোস্ একবার ঘড়ির দিকে চকিতে চেয়ে নিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে গিয়ে বাইরের দিকের দরজাটি লাগিয়ে এলেন। তাঁর সেই চকিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দীর্ঘ দেহ, ঘন গোঁফ এবং আবক্ষ-বিলম্বিত দাড়ির মধ্যে কি যেন বিভীষিকা আর রহস্য ছিল আত্মগোপন করে। সমর ও তার অনুচরটি বিস্ময়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু ডাক্তার ভোস্ কোমল কণ্ঠে তাদের বললেন, আমাকে আবার ভয় কি! আমি বুড়ো মানুষ তায় আবার ডাক্তার! এই কথাগুলি বলে ডাক্তার ভোস এমনভাবে হেসে উঠলেন, যে সে হাসি শুনলে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।—সে যেন শয়তানের অট্টহাসি!

সকাল হয়েছে, চলুন, এইবার আমরা বসন্তকে একবার দেখে আসি। সমর ও তার অনুচরের সঙ্গে মারামারির ফলে সে-ও যে সামান্যভাবে জখম হয়েছে, কপালের একটি ছোট পটি তার প্রমাণ দিচ্ছে। কিন্তু এই যে, তটিনী দেবীও এত সকালে এসে পড়েছেন! এখন অন্তরালে থেকে আমাদের দর্শকে পরিণত হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তটিনী জিজ্ঞাসা করল, কে এমন কাজ করল। বসন্ত জানে না কারা তাকে এভাবে আক্রমণ করেছিল কিন্তু একথা সে জানে, যারা তাকে আক্রমণ করেছিল, তারা মিস্ তটিনী মিত্রের ঈর্ষাপরায়ণ admirers। তারপর আপনারা জানেন প্রণয়-বিমোহিত তরুণ তরুণীর মধ্যে হাস্য-পরিহাস আলাপ এবং অভিমান জমে ওঠবার জন্যে স্থান কাল সময়ের কোন বিচারের প্রয়োজন হয় না। বসন্ত বোধ করি কাব্যরস দিয়ে তটিনীকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল 'পরভাতে উঠিয়া পিয়ামুখ হেরিনু, দিন যাবে আজ ভালো'। কিন্তু এমন সময় সাড়া পাওয়া গেল যে বসন্তের মা হরমোহিনী দেবী এইদিকে আসছেন। তটিনী, বসন্তের সান্নিধ্য থেকে তীরগতিতে সরে দাঁড়াল।

হরমোহিনী দেবী দীপ্তিময়ী এই মেয়েটিকে দেখে খুসী হলেন এবং আরও বেশী সুখী হলেন যখন শুনলেন তাঁর ছেলে এই মেয়েটিকে বিবাহ করতে চায়। কিন্তু হরমোহিনী

দেবীর খুসীভাব বেশীক্ষণ থাকে নি। যখন তিনি শুনলেন তটিনীরা কায়স্থ, তখন মন তাঁর এই বিবাহের প্রতি বিমুখ হয়ে গেল। তিনি বললেন, তাহলে কি করে হবে! ওরা কায়েত আর আমরা বামুন। বসন্তের কোন যুক্তি তাঁর সংস্কারের কাছে টিঁকল না। তটিনীর মনে ব্যর্থতার গভীর ছায়া পড়ল।

'নারী প্রগতি সঙ্ঘের' আস্তানায় আর একটি বন্ধু-বিচ্ছেদের পালা সুরু হয়েছে। সমরের আহত অনুচরটি বুঝতে পেরেছে সমরের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে তটিনী, নারী-প্রগতি নয়। সমরের লক্ষ্য এবং তার উদ্দেশ্য যখন এক নয় তখন তার সঙ্গে থেকে কোন লাভ নেই। তাদের মধ্যে এই নিয়ে বাক-বিতণ্ডার মাঝখানে ডাঃ ভোস্ সেখানে এসে উদয় হলেন। সমরের বন্ধুটি বিদায় নিল। ডাক্তার ভোস্ প্রথমে সাধারণভাবে আলাপ সুরু করেছিলেন, একটু পরেই কিন্তু তাঁর স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাঁর ধারণা কাগজে গত রাত্রে বড়বাজারের যে ডাকাতির সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার মূলে আছে এই সমর ও তার অনুচরটি। ডাক্তার ভোস্ সমরের কাছ হ'তে তাঁর বখরা চাইলেন এবং বখরা না দিলে পুলিশকে সব জানিয়ে দেবেন বলে ভয় দেখালেন। এখানেই জানতে পারা গেল, ডাক্তার ভোস্ লোকটি একজন দুর্দ্ধর্ষ দুর্ব্বৃত্ত। ডাক্তারি তাঁর সত্যকারের পেশা নয়। সাত বছর শিকাগোয় ছিলেন এই ডাক্তার ভোস্ নামধেয় লোকটি,—সেখানে থেকে গ্যাঙ্গস্টার্সদের কলাকৌশল তিনি আয়ত্ব করেছেন, র‍্যাকেটিয়ার্সদের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রচুর সদ্ভাব, চুরী, জাল-জোচ্চুরী ব্ল্যাকমেল, আর খুন করতে তিনি সিদ্ধপুরুষ। তিনি যা সেখান থেকে শিখে এসেছেন, বাঙলা দেশে তারই প্রয়োগ-কৌশল তিনি সার্থক করে তুলতে চান। সমরকে তিনি নিজের সহকারী

করে নিলেন, প্রচুর সংস্থানের প্রলোভন দেখিয়ে। ললিতা বসন্ত ও তটিনীকে ঘিরে ডাঃ ভোস ও তার সহকারী সমর জাল ফেলল।

গভীর রাত্রি অবধি অনাত্মীয় তরুণ বন্ধুদের নিয়ে হোটেলে যাওয়া, ষ্টীমার-পার্টি আর বাধাবন্ধন-হীন উদ্দাম জীবনের উত্তেজনার প্রতি তটিনীর আসক্তি কৃষ্ণভামিনী বিশেষ পছন্দ করতেন না। একদিন অনেক রাত্রে তটিনী ঢিলে পায়জামা আর নাইট-গাউন পরে বাড়ী ফিরে এল। বসন্তের সঙ্গে তাদের বাগানের ঝিলে নৌকা বাইবার সময় নৌকা উল্টে যায়। সিক্ত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে এই ধরণের সাজ-পোষাক পরতে সে বাধ্য হয়েছিল ; কারণ, সেখানে মেয়েদের পরবার মত সাজ-সজ্জা কিছু পাওয়া সম্ভব ছিল না। এতরাত্রে এই ধরণের অদ্ভুত পোষাকে তটিনীকে বাড়ী আসতে দেখে কৃষ্ণভামিনী নানা প্রশ্ন বর্ষণ সুরু করলেন। সেই প্রশ্ন ও উত্তরের কথা কাটা-কাটির ঝোঁকে কৃষ্ণভামিনী এই প্রথম, তটিনীকে বল্‌লেন যে তিনি তার নিজের মা নন, মাসীমা। তটিনী এতদিনে জানতে পারলে যে তার বাবা হচ্ছে নিরুদ্দিষ্ট একটি দুর্দ্ধর্ষ-ক্রিমিন্যাল। জানতে পারল, সেই আসামী দুর্ব্বৃত্ত পিতার অত্যাচারে তার মায়ের জীবন-প্রদীপ অকালে নিভে গেছে। সেই সময়ে ফোন বেজে উঠল। বসন্ত টেলিফোন করছে—তার মা তটিনীর সঙ্গে তার বিবাহে মত দিয়েছেন।

নিরুদ্দিষ্ট ক্রিমিন্যালের মেয়ে তটিনীর মনে কি যেন অভিশাপ লেগেছে। কলঙ্ক ও লজ্জা তার মন অভিভূত করে দিয়েছে। বসন্তের শত অনুনয়-বিনয়েও তটিনী আর বিবাহ করতে রাজী হ'ল না। কৃষ্ণভামিনীর সংসার, বসন্তের আশ্রয় সব পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসিনীর মত সে দিন কাটাতে লাগল। আধুনিকতার, বিলাসিতার, ফ্যাসনের

উচ্ছৃঙ্খল স্রোতের পুরোভাগে যে মেয়েটি একদিন ভেসে চলেছিল, তার জীবনের সে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন—আশ্চর্য্য এই মেয়েটির মন,কী অসীম তার চরিত্রের দৃঢ়তা !

এদিকে বসন্তের আশ্রয়চ্যুত প্রণয় তার হৃদয় ভেঙে দিয়েছে। জীবনে যে বেদনার সান্তনা খুঁজে পায় না, বিপথের সর্ব্বনাশ তাকে আহ্বান করে। বসন্ত উন্মাদ হয়ে গেল না বটে কিন্তু নিজেকে সে হারাল, নিজেকে সে ভুলতে চাইল সুরার প্রমত্ততায়।

ললিতা একদিন রাত্রে একটি পত্র পেয়েছিল। পত্রে কোন স্বাক্ষর ছিল না, একটি ঠিকানায় লতিকাকে গিয়ে পত্র-প্রেরকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। পত্র-প্রেরক নাকি ললিতাকে সাহায্য করতে সক্ষম। উত্তেজনায় এবং কৌতূহলে ললিতা গেল সেই ঠিকানায়। ডাক্তার ভোস আর সমর প্রস্তুতই ছিল। শীকার এসে জালে পড়তেই কৌশলে তারা জাল গুটিয়ে তুলল। ডাঃ ভোস ললিতার সম্মুখে সই করে দেওয়ার জন্যে একটি কাগজ এগিয়ে দিলেন। ললিতার ইপ্সিত বসন্তের সঙ্গে ডাঃ ভোস তার মিলন ঘটিয়ে দেবেন এই সর্ত্তে, যদি ললিতা বিবাহের পর, দশহাজার টাকা ডাক্তার ভোসকে দান করে। এই সর্ত্তে ললিতা স্বাক্ষর করতে রাজা হ'ল না। ডাঃ ভোস হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ নিয়ে এগিয়ে এলেন ললিতার সম্মুখে। হাই-পোডারমিক সিরিঞ্জের তরল পদার্থ-টি মানুষের শরীরে সুরাপানের প্রতিক্রিয়া ঘটায়। ডাঃ ভোস জানালেন ললিতার শরীরে ইন্‌জেকশন করলে সে যখন মদ্যপায়ীর মত অজ্ঞান হয়ে পড়বে তখন তাকে রাস্তার ধারে ফেলে এসে পুলিশে খবর দেবেন। ললিতা স্কুলের টিচার হয়ে সুরামত্ততার কলঙ্ক কিনতে পারে না। অগত্যা তাকে সেই সর্ত্তে স্বাক্ষর করতে হ'ল।

এরপর বসন্ত এবং ললিতার বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হ'তে বিশেষ বিলম্ব ঘটেনি। ললিতা নিজের সৌভাগ্য তটিনীকে দেখিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করবার জন্যে একদিন তটিনীকে আমন্ত্রণ করল। তটিনী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এল।

কিন্তু তটিনী আসার কিছুক্ষণ পরে সারা বাড়ী সচকিত হয়ে উঠল। ললিতা তার ঘরের শয্যায় পড়ে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করছে। তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে সে এক গ্লাস জল চেয়েছিল, সেই জলে তটিনী নাকি বিষ মিশিয়ে দিয়েছে—অন্তিম মুহূর্ত্তে ললিতা সকলের সামনে এই কথা জানাল।

আদালত। খুনের অপরাধে তটিনী অভিযুক্তা হয়ে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। কৃষ্ণভামিনী, বসন্ত, ডাক্তার ভোস, শৈলেশ সকলেই আদালতের বিচার সভায় উপস্থিত হয়েছে। শুধু সমর সেখানে উপস্থিত ছিল না। একদিন লুকিয়ে সে ডাঃ ভোসের ল্যাবরেটারীতে প্রবেশ করে। ডাঃ ভোস তখন একটি রাসায়নিক পদার্থের গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। সেই রাসায়নিক তরল পদার্থ-টিকে elixir of life বলে ডাঃ ভোস সমরকে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর সমরকে একদিন মাত্র ললিতার ঘরে দেখা গিয়েছিল এবং সেই হতেই সে নিরুদ্দেশ।

ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় যে বিষের সন্ধান পাওয়া যায়নি সে বিষ তটিনী কোথা হতে সংগ্রহ করল। এদিকে উকিলের জেরায় কৃষ্ণভামিনী আদালতে জানালেন যে তটিনী তাঁর বোনের মেয়ে। তটিনীর পিতা একজন ফেরারী আসামী, তার নাম মহেন্দ্রলাল মিত্র। মহেন্দ্রলাল মিত্রের নাম শুনে ডাক্তার ভোস বিদ্যুৎপৃষ্টের মত চমকে উঠলেন।

তটিনীর অপরাধ জুরীগণের বিচারে যখন সাব্যস্ত হয়ে গেছে তখন অকস্মাৎ উন্মাদের মত বিচার সভায় প্রবেশ করলেন ডাক্তার ভোস। কেশবাস-বিস্রস্ত সমরের গলার গলাবন্ধ ধরে তিনি তাকে টেনে নিয়ে এসেছেন। সমরই নাকি বিষ দিয়েছে?!

তারপর কয়েকটি রোমাঞ্চকর নাটকীয় মুহূর্ত্তে তটিনী দোষী কি নির্দ্দোষী, কে এই ডাক্তার ভোস প্রভৃতি জটিল রহস্য কি ভাবে উদ্‌ঘাটিত হ'ল ছায়াচিত্রে তার সাক্ষাৎ পরিচয় আপনারা পাবেন।

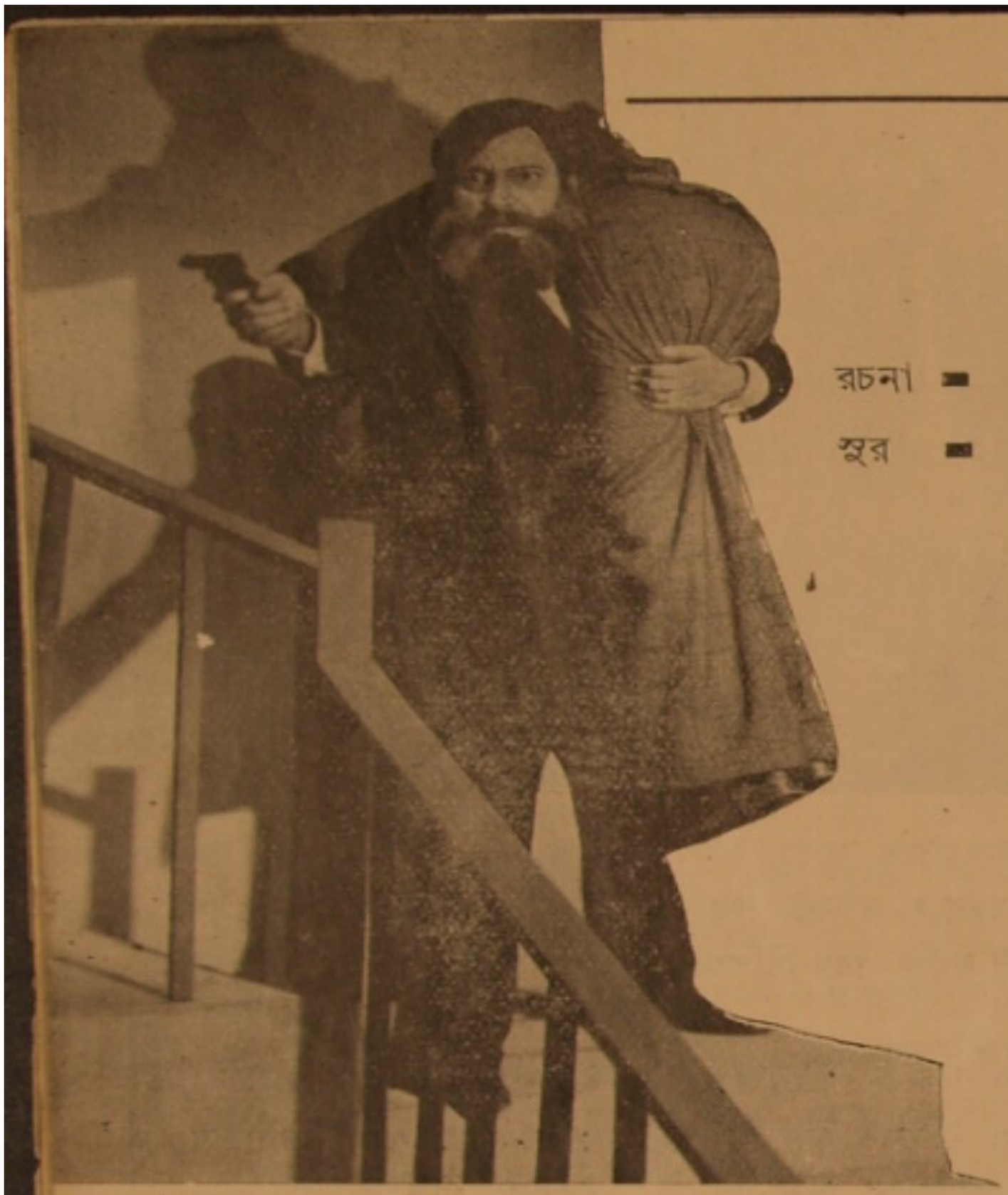

সঙ্গীত

রচনা ▬ ▬ শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

সুর ▬ ▬ শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

●

এক

সাড়া দিলাম দিলাম সাড়া
সাগর-নীল সুদূর ওগো
তোমার ডাকে আপনহারা
জানিনা কিছু, দেখিনি কায়া
নয়নে তব কেমন মায়া
কি নামে ডাক গভীর স্বরে
পরাণ হ'ল কুলায় ছাড়া
আমি বনের ব্যাকুল হিয়া,
সলাজ আমি নিঝর ধারা,
আমার সাড়া রঙীন কুলে
বাহিরে এনু ভাঙিয়া কারা।
তোমার ডাকে উঠেছি ফুটি
তোমার ডাকে চলেছি ছুটি
সাগর-নীল সুদূর ওগো
জীবন-মূলে দিয়েছ নাড়া।

॥—কোরাস

দুই

কতটুকু হ'ল বলা
সবই রয়ে গেল বাকী
বুকে যবে দিল দোলা
খুলিল না ভীরু আঁখি
মনে মনে ভাবি তাই
বুঝেছ কি বোঝ নাই
মুখে যা হ'ল না বলা
হৃদয়ে শুনেছ নাকি ?

॥—রাণীবালা

তিন

কে জানে জাল পেতে কে রাখল কবে !
হরিণী ; এবার ধরা দিতে-ই হবে !
আজো কি চপল নয়ন
সুদূরের স্বপন মগন !
সে স্বপন সফল হবে
নিকটের হিয়ার নভে ।
মৃগয়ার মায়া-কানন
মৃগ চায় আপনি বাঁধন
কে শীকার, শীকারী কে
কে বা তা চিনে ল'বে ।

॥—রমলা

চার

আকাশে যে চাঁদ ভাসে
ছায়া তার কালো জলে,
ভাবে হায় কত দূর
কেমনে যে কথা বলে !
এ যে তার মিছে ভয়
দূর তারা নয় নয়
একই আলোকের মায়া
দোঁহার হৃদয়-তলে ;
যে চাঁদ আকাশে ভাসে
যে চাঁদ সলিলে দোলে,
এক তারা দুই হ'ল
প্রণয়-লীলার ছলে ।
আমিও তোমার মাঝে
রয়েছি আরেক সাজে
তোমার নয়নে মোর
ছায়া দেখি কুতূহলে !

—রাণীবালা ও
সুধীর মুখোপাধ্যায়

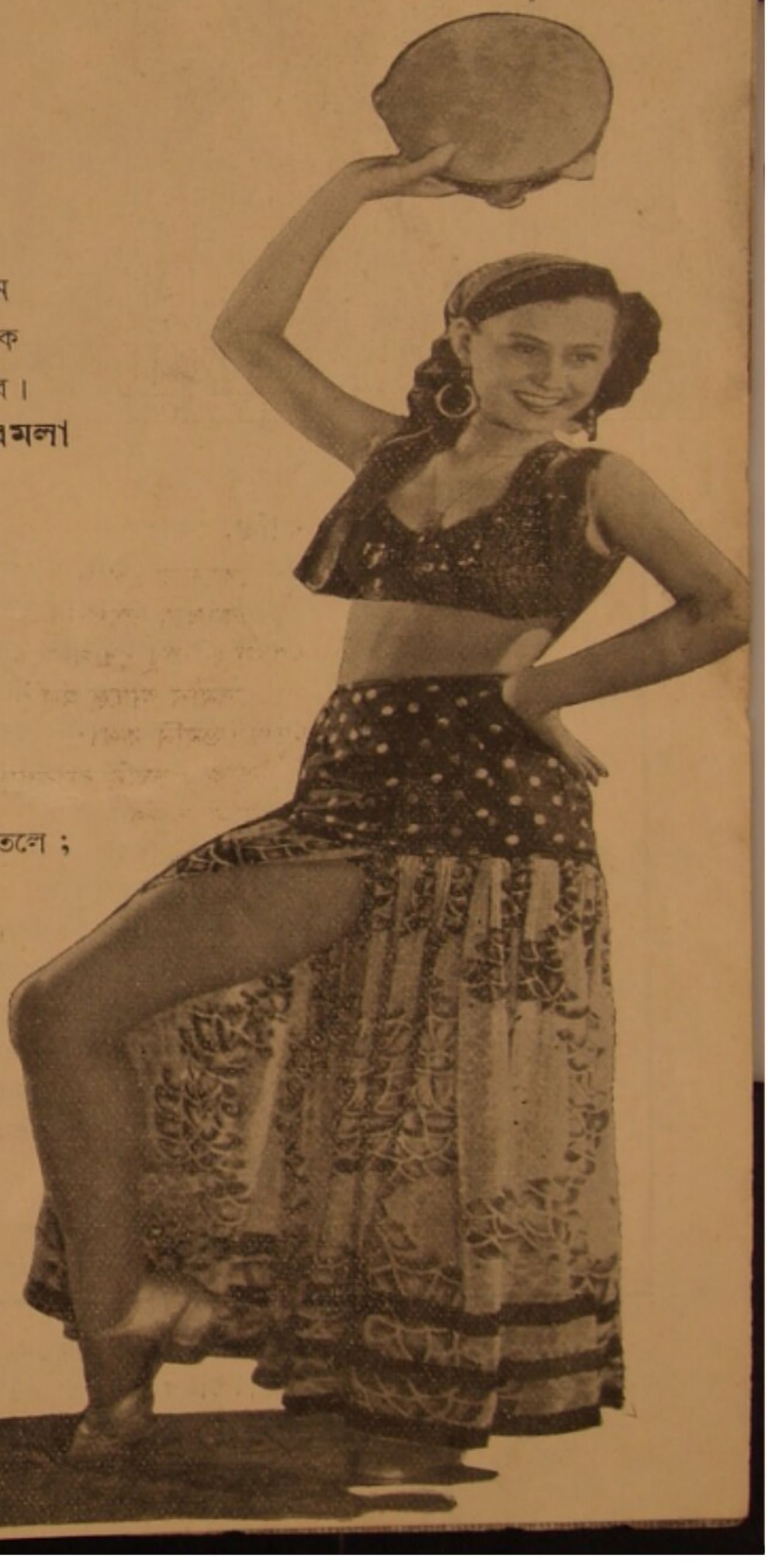

পাঁচ

কাঞ্চি, কোশল
কোথায় গেছে
কোথায় তপোবন ?
নেইক সেকাল ; তবু দেখি
তেমনি আছে মন !
চোখে চোখে তেমনি কথা
বুকে তেমনি ব্যাকুলতা,
বিরহ সে তেমনি দারুণ
মধুর মিলন !
সরমে আর শকুন্তলার
যায়না চরণ বেধে
হয়তো আলাপ করে থাকেন
আপনা হতে সেধে ;
তবু জানি হৃদয়তলে
সেই প্রণয়ের লীলা চলে
দুরু দুরু তেমনি কাঁপে
হৃদয় অনুখন !

॥—রমলা

শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত
১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে (বি, এস-সি,) কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফিল্মস কার্পোরেশনের - পরবর্ত্তী আকর্ষণ
"অমর-গীতি"
শ্রেষ্ঠাংশে
অহীন্দ্র চৌধুরী
প্রমোদ গাঙ্গুলী
সবিত্রী দেবী
ছায়া দেবী
পরিচালক
হীরেণ বোস
FILM CORPORATION OF INDIA LTD.
CALCUTTA

PRIMA FILMS (1938) LTD

CALCUTTA

প্রাইমা ফিল্মস্ কর্ত্তৃক
এই পুস্তিকাখানির
সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত

প্রাইমা ফিল্মসের
প্রচার - শিল্পী
শ্রীফণীন্দ্র পাল
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

PRINTED AT THE E. T. F. & O. P. W. LTD.,
18, BRINDABUN BYSACK STREET, CALCUTTA.